গাংনীর মটমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদত্যাগ!

শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত ও নিবন্ধন বিষয়ে তথ্য চাওয়াই পদত্যাগ করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি বিএসসি শিক্ষক নাজমা খাতুন। গত মাসের প্রথম দিকে তিনি পদত্যাগ পত্রটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের কাছে প্রেরণ করেন। তবে এ সংক্রান্ত কোনো কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।

এদিকে ওই শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়নি। তিনি সকলের অগোচরে কাগজপত্রাদি সরিয়েছেন বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক। সরকারি ভাবে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার মুহুর্তে শিক্ষকের পদত্যাগ করায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে সংশ্লিষ্ট ও সুধীমহলে। গুঞ্জনও চলছে নানা মহলে।

বিদ্যালয় প্রধানের দেয়া তথ্যে জানাগেছে, তৎকালীন সময়ের বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও মটমুড়া ইউপি’র সাবেক চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামের কল্যাণে নিকট আত্মীয়তার সুবাদে ওই বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক শাহেদ মেহরাজের স্ত্রী নাজমা খাতুন ২০১০ সালের ২৭ অক্টোবর সহকারি বিএসসি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন । যোগদান করেন ২০১০ সালের ৩০ অক্টোবর। এমপিও ভুক্ত হন ২০১০ সালের ১ নভেম্বর ।

বিদ্যালয়ের সহকারি বিএসসি শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সব ধরণের সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছেন নাজমা খাতুন। যার এমপিও ইন্ডেক্স নং ১০৫৩৩৩৬।

আপন চাচা শ্বশুর বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি এবং স্বামী শাহেদ মেহরাজ ওই বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হওয়ায় শিক্ষক হিসেবে দাপটের সাথেই দায়িত্ব পালন করেন নাজমা খাতুন । ২০২০ সালের ২২ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) থেকে যুগ্ম- সচিব ড. কাজি আসাদুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের নিয়োগ প্রাপ্ত সকল মাধ্যমিক শিক্ষকদের কাছ থেকে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি চাওয়া হয়।

এরই প্রেক্ষিতে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষকদের তথ্য প্রদানের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কে নির্দেশ দেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের নির্দেশনা জানার সাথে সাথে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে গাংনী উপজেলার মটমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি বিএসসি শিক্ষক নাজমা খাতুন পদত্যাগ পত্র জমা দেন প্রধান শিক্ষকের বরাবর। শুধু তাই নয় তার সমুদয় কাগজপত্র অফিস থেকে সরিয়ে ফেলেন বলে দাবি করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক । পদত্যাগের বিষয়টি জানাজানি হলে সন্দেহ ও গুঞ্জন শুরু হয় নানা মহলে।

এ ব্যাপারে শিক্ষক নাজমা খাতুনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পারিবারিক কারণ ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন। এর বেশি কিছু নয়।
বিদ্যালয়ের সহকারি একজন শিক্ষক জানান, তিনি একজন ভালো শিক্ষক ছিলেন। তবে তার শারীরিক অসুস্থতার কথা কোনোদিন শোনেননি। স্বাচ্ছন্দের সাথেই তিনি শিক্ষকতা করতেন।
বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি দবির উদ্দিন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, আমি পরপর চারবার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। তবে আমার দায়িত্বের পূর্বে তোফাজ্জেল হোসেন সভাপতির দায়িত্ব থাকাকালীন ওই শিক্ষিকার নিয়োগ হয়েছিল।

সুতরাং নাজমা খাতুনের নিয়োগের বিষয়ে বা সরকারি বিধি মোতাবেক নিয়োগ হয়েছে কিনা আমি কিছুই জানিনা। অফিস থেকে উক্ত শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্তÍ ফাইল গায়েবের বিষয়ে তিনি বলেন, সকল কাগজপত্র সংরক্ষিত থাকে প্রধান শিক্ষকের হেফাজতে । আমার চেয়ে ভালো জানেন সাবেক সভাপতি। পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন জানান, আমি দায়িত্বে থাকাকালীন ওই শিক্ষকের এমপিও ভুক্তি হয়। তার চাচা শ্বশুর সিরাজুল ইসলাম সভাপতি থাকাকালীন নিয়োগ দিয়েছিলেন তার পুত্রবধূ নাজমা খাতুনকে।

এ ব্যাপারে সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম জানান, এ বিষয়ে আমি কিছুই বলতে চাইনা, আমার চাচাতো ভাইয়ের ছেলের বউ নাজমা খাতুন। এনিয়ে লেখালেখি করার দরকার নাই। তাছাড়া কাগজ পত্র বিষয়ে যাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সংশ্লিষ্ট দপ্তর যাচাই বাছাই করবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাকের আলী মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় এক বছর হতে চলেছে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। শিক্ষকরা বাড়িতে বসেই বেতন পাচ্ছেন। এ

মুর্হুতে ক্লাস নেয়া বা স্কুলে উপস্থিত হওয়ার বিষয়েও কোনো তাগাদা নেই। বিদ্যালয় চলাকালীন তিনি সুস্থতার সাথেই বিদ্যালয়ে আসতেন।

তবে শিক্ষকদের তথ্য চাওয়া মাত্রই তিনি পদত্যাগ করাই অনেকেেই সন্দেহ করছেন। শিক্ষক নাজমা খাতুনের নিবন্ধন সার্টিফিকেট সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হলে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য এক সপ্তাহ সময় অপেক্ষা করতে বলেন।

এক সপ্তাহ পরে তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা হলে অফিস থেকে তার কোনো কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছেনা বলে জানান প্রধান শিক্ষক। আপনার বিদ্যালয়ের ফাইলপত্র আপনার অনুমতি ছাড়া কাউকে প্রদান করা কিংবা কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এ বিষয়ে পরে কথা হবে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, শিক্ষকের পদত্যাগের বিষয়টি আমি লোকমুখে শুনেছি। আমার কাছে কোনো কাগজ আসেনি। এ মুহুর্তে পদত্যাগ করাটা প্রশ্নবিদ্ধ মনে হচ্ছে। মানুষের মধ্যে সন্দেহ হওয়াটাই স¦◌াভাবিক।

তবে আমরাও চাই যারা নিয়োগের সময় পরিচালনা কমিটির সুপারিশে এবং তথ্যগোপন রেখে বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও নিয়োগ পেয়ে সরকারি সুবিধা ভোগ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে যাচাই বাছাই করা জরুরি। ইতোমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তথ্য হাতে পেয়েছি। তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

সরকারি গাড়ি নিয়ে যান নিজের ও শ্বশুর বাড়ি

সরকারি গাড়ির অপব্যবহার করা ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার না করতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে মন্ত্রণালয়ের। অথচ মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুল কাদের তার ব্যক্তিগত কাজেই বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করছেন সরকারি গাড়ি। এতে একদিকে যেমন

জ্বালানি তেল বেশি যাচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে, তেমনি ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের।

অনুসন্ধান বলছে, চলতি বছরের ১২ মে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন আব্দুল কাদের । তার নিজ জেলা পাশের বিভাগ রাজশাহীর পাবনাতে হওয়ায় নিজ বাড়ি ও তার শ্বশুরবাড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ান এই কর্মকর্তা। তবে সুকৌশলী এই উপ-পরিচালক সরকারি গাড়ী ব্যবহারে তার ব্যক্তিগত চালক দিয়ে জেলার বাইরে বের হন।

তিনি এর আগে পাবনা জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মেহেরপুরে যোগদানকালে সরকারের পক্ষ থেকে তাকে সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য কালো রঙের উন্নতমানের একটি গাড়ি দেয়া হয়। নিয়ম রয়েছে সরকারি কাজ ছাড়া জেলার বাইরে গাড়ি নিয়ে যেতে হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও সংশ্লিষ্ট কারণ থাকতে হবে। অথচ উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের জেলা এমনকি তার বিভাগের বাইরে পাবনা জেলায় আসেন। মেহেরপুর জেলা থেকে পাবনার ঈশ্বরদী শহরের দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। সেখানে তার নিজ বাড়ি । আবার সেখান থেকে মৌবাড়ী তার শ্বশুরবাড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ান এই কর্মকর্তা।

সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুরের পর মেহেরপুর অফিস থেকে বের হয়ে আবার ফেরেন রোববার দুপুরে। এসব কারণে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করায় জ্বালানি তেল লাগছে বেশি। অন্যদিকে ব্যক্তিগত কাজে গাড়ি ব্যবহার করায় বদনাম ছড়াচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভাগের।

গাড়ির খণ্ডকালিন চালক মিলন বলেন, ‘স্যার আমাকে প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা বেতন দেন। আমি মেহেরপুরে বাস চালায়। আমি বৃহস্পতিবার স্যারকে নিয়ে ঈশ্বরদী আসি, আবার রবিবার মেহেরপুর ফিরতে হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্যারকে প্রথমে তার বাসায় নামাই, পরে আবার তার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে হবে।

আপনার উপ-পরিচালক স্যার পাবনা শহরে গাড়ি নিয়ে কোথায় কোথায় যায় এমন প্রশ্ন করলে চালক মিলন আরো বলেন, স্যার তার নিজ ঈশ্বরদীর বটতলার বাসায় যান। এই এলাকা ও মৌবাড়ী স্যারের শ্বশুরবাড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতে হয় এছাড়াও যেখানে যেতে বলে আমি যাই।

তিনি স্বীকার করেন, শান্ত নামের একজন সরকারি গাড়ী চালক আছেন।

যিনি দাপ্তরিক কাজে স্যারকে নিয়ে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায় যান। কিন্তু জেলার বাইরে হলে কেবল আমাকেই নিয়ে যান স্যার।

ঈশ্বরদী এলাকার স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিয়মিত বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার ও সরকারি ছুটির দিনেও এই অফিসারের বাসার সামনে একটি কালো রঙের সরকারি গাড়ী দেখা যায়।

নিজ বাড়ী থেকে অন্যান্য এলাকায়ও যেতে দেখি। তবে সরকারি গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলেও জানান তারা (এ সংক্রান্ত ভিডিও ফুটেজ মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে সংরক্ষিত রয়েছে)।

জানতে চাইলে মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুল কাদের কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদর উপজেলা কমিটি গঠন

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার চার বছর মেয়াটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি এ কমিটির অনুমোদন দেন।

সদর উপজেলার শালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যাললের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলামকে সভাপতি, ইছাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট চার বছর মেয়াদি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি শহীদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি শহীদুল আযম, মোঃ নজরুল ইসলাম, ফৌজিয়া আফরোজ তুলি, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোঃ মাসুদ আলম, যুগ্ম সম্পাদক হাসান খসরু, আতিয়া খন্দকার ইতি, সহ-সম্পাদক মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোছাঃ নাজমা পারভীন, মহিলা সম্পাদক মোছাঃ নুরুন নাহার, সাংগঠনিক

সম্পাদক মোঃ আসাদুল হক, দপ্তর সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মহিদুল ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক মোঃ আক্তারুজ্জামান, সাহিত্য সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, সংস্কুতি ও বিনোদন সম্পাদক মোঃ শমসের আলী,

যোগাযোগ সম্পাদক মোঃ হাবিবুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জেসমিন আরা, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ সেলিম হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাহাবুব আরা, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ এহসানুল হক, সমবায় সম্পাদক মোঃ রাশিদুল হাসান, কাব স্কাউটিং সম্পাদক মোঃ সোহেল আহম্মেদ, কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শরিফুল ইসলাম, সদস্য- মোছাঃ মাজেদা খাতুন, মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, দিলারা পারভীন, শামীমা ইয়াসমিন, মোঃ মফিজুর রহমান, মোঃ ফেরদৌস আলম, লালন কুমার।

মেহেরপুরে থ্রি স্টার মিষ্টির দোকানে জরিমানা

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় থ্রি স্টার মিষ্টির দোকানের লাইসেন্স না থাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৫শত টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম এর নেতৃত্বে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন, মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় থ্রি স্টার মিষ্টির দোকানের লাইসেন্স না থাকায় দোকান মালিকের নিকট থেকে ৫শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। সাত দিনের মধ্যে দোকানের মালিক কে লাইসেন্স করতে বলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এককালীন “শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ অনুষ্ঠান” সোমবার ২ নভেম্বর বেলা ১১ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ সামছুল আবেদিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম।

কালীগঞ্জে খেজুর গাছ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত গাছিরা

চারিদিকে বইছে শীতের আমেজ, সকাল বেলাতে পড়ছে হালকা কুয়াশা। ঘাসের ডগায় জমছে শিশির কণা। এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সবাই যখন কাঁথার নিচে উষ্ণ বিছানায় ঘুমাচ্ছে, ঠিক সে সময় এক দল মানুষ বেরিয়ে পড়েছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ খেজুর রস আহরণের জন্য গাছ প্রস্তুত করতে।

আহা খেজুরের রস, বিকাল বেলা গাছ কেটে তাতে পোড়ানো মাটির হাড়ি ঝুলিয়ে রাখা, সারারাত টপ টপ করে ফোটা ফোটা খেজুর রস জমা হয় হাড়িতে। ভোর হওয়ার সাথে সাথেই গাছিরা চলে যায় খেজুর গাছ থেকে খেজুর রস ভর্তি মাটির হাড়ি নামিয়ে রস সংগ্রহ করতে।

স্থানীয় ভাষায় ছিকে-বাঁকে করে রসের হাড়ি বাড়ি আনতে আনতে ভালো মতই দিনের আলো ফুটে যায়। কাচা রস খাওয়ার জন্য উৎসাহ ভরে বসে আছে

বাড়ির বৃদ্ধ বনিতা, ছেলে মেয়ে সকলে। কাচা রস খাওয়ার পর অবশিষ্ট রস দিয়ে শুরু হয় এ অঞ্চলের নামকরা খেজুর রস প্রস্তুতির কাজ। রস বিশাল হাড়ি বা তবালে জ্বালিয়ে তৈরি হয় সুমিষ্ট খেজুর গুড়।

কথা গুলো হচ্ছিলো উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রাম নিবাসী মোস্তফা গাজীর সাথে, জানান ছোটোবেলা থেকেই তিনি খেজুর গাছ কাটেন, একসময় ছিলো শখ এখন নেশার সাথে হালকা উপার্জনের মাধ্যম। জানান কাচা রস ভর্তি মাটির ভাড় প্রতি ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেন, রস জ্বালিয়ে গুড় বা পাটালি করে কেজি প্রতি বিক্রি করেন ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। তবে এখন রস জ্বালিয়ে বিক্রি করে লাভের পরিমাণ খুব সামান্য হয়ে গেছে।

বাংলা কার্তিক মাসে শীতের আমেজ পড়লেই গাছ তোলা বা কাটার প্রস্তুতি শুরু করেন। অগ্রহায়ণ মাসের শুরু থেকে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন। একটি গাছ থেকে এ কয়েক মাসে ১০-১২ কেজি পর্যন্ত খেজুর গুড় তৈরি করা যায়। তৈরি গুড় বিক্রি করেন কালীগঞ্জের বৃহত্তম গুড়ের হাট বারোবাজারে, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকাররা এসে কিনে নেন এসব গুড়। অনেক সময় স্থানীয়দের মাঝেও বিক্রি করেন।

কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় বর্তমানে খেজুর গাছের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে, গাছিদের সংখ্যাও কমে আসছে দিন দিন, অনেক গাছি বলেন, সরকারি সামান্য সাহায্য সহযোগিতা পেলেও খেজুর গুড় তৈরিতে আগ্রহী হবেন অনেকে, দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি সম্ভব হবে বাইরের দেশেও।

আলমডাঙ্গার নারী উদ্যেক্তা দুইবোন দিলরুবা ও মিশকোর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প

হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ার পর পুরো সংসারের ভার মাথায় এসে পড়ে বড় দুই বোন দিলরুবা ও আজমেরী জাহান মিশকোর ওপর। ভাই দুইটা ছোট

হওয়ায় তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ভেঙ্গে পড়ে পরিবার। এ সময় একটু সুবিধা হয় দিলরুবা রাশজাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স শেষ করেছে। মিশকো একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী।

দুই বোন শোককে শক্তিতে পরিনত করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। অথৈই সমূদ্রে তলিয়ে যেতে থাকা পরিবারকে টেনে তোলার আপ্রান চেষ্টা করতে থাকেন। করোনার বন্ধে মিশকো বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতেই গোড়ে তোলেন দুই বোনের পরিচালনায় ‘সিস্টারস কিচেন’।

প্রথমদিকে, মেসেঞ্জারের সহযোগীতায় বন্ধু-বান্ধবী ও প্রতিবেশীদের মাঝে খাবারের অর্ডার পেতে থাকে দুই বোন। ছোট দুইটা ভাই প্রাপকের বাড়িতে বিদ্যূৎ গতিতে ডেলিভারী দিয়ে আসে। পরবর্তীতে এর সীমানা বাড়তে থাকে। চাহিদা বাড়তে থাকায় খুলতে হয় সিস্টারসকিচেনবিডি.কম নামের অনলাইন পেইজ।

সিস্টারস কিচেনে তৈরী হচ্ছে নাস্তা। তৈরী হচ্ছে ভারী খাবারের আইটেমও। মজার মজার পারিবারিক এসব রান্না আপনি চাইলেই আপনার দরজায় গিয়ে দিয়ে আসছে সিস্টারস কিচেন।
নাস্তার আইটেম পাবেন- চিকেন ফ্রাই, চিকেন টিকিয়া, চিকেন বল, চিকেন কাটলেট, চিকেন নাগেট, চিকেন অনথন, চিকেন ললিপপ, চিকেন পপকর্ণ, চিকেন রোল, ভেজিটেবল রোল, এগ নুডুলস রোল, ডোনাট, ফুলপিঠা, পেস্টিকেক ও অসাধারণ পিজ্জা।

ভারী খাবারের আইটেমে পাবেন- চিকেন বিরিয়ানী, বিফ বিরিয়ানী, বিফ তেহারী, ফ্রাইড রাইচ, চিকেন ফ্রাই, ভেজিটেবল কম্বোপ্যাক।

আপনি অর্ডার দিলে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সময় নিয়ে চাহিদামত খাবারের প্যাক আপনার বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসবে সিস্টারস কিচেন।

সিস্টারস কিচেনের দুই বোন দিলরুবা ও মিশকো কঠোর পরিশ্রম করে ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ নিয়েছেন। তারা রীতিমত ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। পরিবারে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছেন। কোন ছন্দপতন ছাড়াই ছোট ভাই দুইটারও লেখাপড়ার অবারিত সুযোগ তেরী হয়েছে।

দিলরুবা বললেন, সিস্টারস কিচেন এখন আর ছোট নেই। এর পরিসর অনেক বেড়েছে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ রাস্তার কোন খাবার তাদের সন্তানদের খেতে দিতে চান না। তাই পারিবারিকভাবে তৈরী সিস্টারস

কিচেনের সুস্বাদু খাবার মানুষ পছন্দ করছেন।

আমাদের আজকের নারী উদ্যেক্তা দুই বোন দিলরুবা ও আজমেরী জাহান মিশকো। থানাপাড়া, আলমডাঙ্গা। মোবাইল- ০১৭৩০-৩৭৬৮১১।

(আলমডাঙ্গায় আপনাদের আশপাশে কোন নারী উদ্যেক্তা থাকলে আমাদের ০১৭১১-২৭৩৬০৯ এই নাম্বারে জানান। ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ সেই নারী উদ্যেক্তার গল্প আপনাদের শোনাবে)

মেহেরপুরে নতুন করে সাত জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০◌ে৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৬৬৫ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ২৯ টি। এর মধ্যে ০৭ টি পজিটিভ (সদর- ৫, মুজিবনগর- ২)। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৪৫৭০ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৬৬৫ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২০ (সদর- ১০, গাংনী- ৫, মুজিবনগর- ৫) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৬ জন। । এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ৫৭৫ জন।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়: মেহেরপুর শহরের নিউ কেয়া স্টোরের হাফিজুর রহমান (৫৫), সাহিদা রহমান (৫০), নাফিসা তাসনিম (১৭), সাবিহা সুলতানা (৪৩), সদর হসপিটালের স্মৃতি রাঙদি (৩৬) অপর দুইজন হলেন, মুজিবনগর বিশ্বনাথপুরের মর্জিনা খাতুন (৭০) ও নাজিরাকোনার আব্দুর রশীদ (২৫) ।

ঝিনাইদহে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস উপলক্ষে র্যালী

‘আমার রক্ত শত ধমনীতে আনবে নতুন প্রাণ, অন্ধ আখিঁতে রশ্মি জ্বালাতে করবো দৃষ্টিদান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস পালিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে সোমবার সকালে সিভিল সার্জনের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম, মেডিকেল অফিসার ডা: প্রসেনজিৎ বিশ্বাস পার্থ, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার ওয়াহিদুজ্জামান, ডা: তোফাজ্জেল হোসেন ম্যাটস’র অধ্যক্ষ আরিফ আহম্মেদসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা, অপমৃত্যু রোধ করতে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও দৃষ্টিহীনদের চোঁখের আলো ফেরাতে মরণোত্তর চক্ষুদান করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে সরকারী বিদ্যালয় বন্ধ ! কিন্তু থেমে নেই টিফিনের টাকা আদায়

দীর্ঘ সময় ধরে করোনা মহামরীর কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও ঝিনাইদহ সরকারী বালক এবং বালিকা বিদ্যালয়ে আদায় করা হচ্ছে টিফিন ফি, বেতন, ল্যাব ফিসহ সকল আনুসাঙ্গিক খাতের টাকা। ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৬০০ ছাত্র এবং বালিকা বিদ্যালয়ে ১৬৬০ ছাত্রী অধ্যায়ন করে। তাদের কাছ থেকে প্রতি মাসে সরকারী বেতন

ছাড়াও টিফিন ফি ৭৫ টাকা, কম্পিউটার ফি ২০, অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় খাতে ২০টাকা আদায় করা হয়।

তাছাড়া বছরের শুরুতে সরকারী ফি বাদে একজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে ভর্তির সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ বেসরকারী খাতে ১২১৫টাকা নিয়ে থাকে। সবমিলে একজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে বছরে বেসরকারী খাতে ২৫৯৫ টাকা নেওয়া হয় যার একটি টাকাও সরকারী কোষাগারে জমা হয়না। এছাড়াও বার্ষিক ডিনার বা শিক্ষা সফর তো আলাদাই রয়েছে।

ঝিনাইদহ সরকারী বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুযায়ী এবছর বার্ষিক আয় হবে ৪১লাখ ৫২হাজার টাকা এবং বালিকা বিদ্যালয়ে আয় হবে ৪৩লাখ ৭হাজারের কিছু বেশী।

এবছর করোনা মহামারীর কারণে মার্চের ১৭ তারিখ থেকে স্কুলের সকল কার্যক্রম বন্ধ একটানা ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত। তাছাড়া ফেব্রুয়ারীর ১তারিখ থেকে এস এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রায় ১মাস ১০দিন বন্ধ ছিল স্কুল দুটি।

এবছর খোলার সম্ভাবনা একেবারেই নেই, কারণ ইতোমধ্যেই বার্ষিক পরীক্ষা হবেনা বলে ছাপ জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ড. দিপু মনি। শুধু মাত্র জানুয়ারী মাসে স্কুল চালু থাকলেও ১২মাসের টিফিনসহ অন্যান্যসব ফিস আদায় করা হচ্ছে বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেন।

এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে টিফিন ফিসহ ও অন্যান্য আনুসাঙ্গীক ফি আদায় করায় ক্ষোভে ফুসে উঠছে অভিভাবকরা। তারা জানান টিফিন খরচ ফেরতসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গীক ফিস কমানোর ব্যাপারে যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা না তাহলে তারা আন্দোলনের ডাক দেবেন।

এব্যাপারে ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ সফিয়ার রহমান বলেন অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আমরা টিফিন ফিসসহ অন্যান্য ফি নিচ্ছি তবে এটা বেসরকারী ফিস হলেও আমরা শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অনুমতি স্বাপেক্ষে নিয়ে থাকি, না নেওয়ার ব্যাপারে এখনো কোন নির্দেশণা পাইনি।

সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক লক্ষী রানী পোদ্দার বলেন, পূর্বের নিয়মানুসারে আমরা এসব ফিস নিচ্ছি যদি এর পরিবর্তণ হয় তাহলে আমরা সেটা অভিভাবকদের জানিয়ে দেব।